দৈনিক ইত্তেফাক / ২

তারিখ ... 09 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

২৫

এবারের এসএসসি পরীক্ষা

আগামীকাল সারাদেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হইবে। পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবার গতবার অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী—সাড়ে চার লক্ষ। জানা গিয়াছে, দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড এবং স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে তজ্জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের দুইশত গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারিও করা হইয়াছে। অর্থাৎ পরীক্ষা চলাকালীন সময় কেন্দ্রের বেষ্টনীর মধ্যে ৪ জনের অধিক লোক সমবেত হইতে পারিবে না। বলা অনাবশ্যক যে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের জীবনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। শিশু শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শ্রেণী পর্যন্ত বার-তের বছর ছাত্র-ছাত্রীরা যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হইবে এই সময়। অন্যদিকে এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিবে তাহাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অধিকার।

অন্যদিকে এই পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের জন্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল অভিভাবক তাঁহাদের সন্তানদের শিশুকাল হইতে যত্নের সহিত লালন-পালন করেন এবং সন্তানের শিক্ষার জন্য সাধ্যমত ব্যয় করিয়া থাকেন। অভিভাবকদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা শুধু একটিই—সন্তান যেন উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া সমাজে সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, বেশীরভাগ সন্তান তথা ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের এই সামান্য আশাটুকুও পূরণ করিতে পারে না। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে। কেননা, এই ফলাফলে দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে ব্যর্থ হইয়া থাকে।

পরীক্ষা পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের কেন এই ব্যর্থতা? অনুসন্ধান করিলে বহু কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। প্রধান কারণ সম্ভবতঃ উপযুক্ত ও মানসম্পন্ন শিক্ষকের সংকট। দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তাঁহাদের কতজন ব্যক্তিত্বে, আচার-আচরণে এবং জ্ঞানে উপযুক্ত, সে সম্পর্কে সমাজে প্রশ্ন কম নাই। দেখা যায়, অনেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বিগত বছরগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের এত ছড়াছড়ি হইয়াছিল যে, প্রশাসন তাহা বন্ধ করিতে গেলে বহুসংখ্যক কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। শুধু তাহাই নয়, হাজার হাজার পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে বহিষ্কারও করিতে হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতি সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে বিদ্যালয়গুলি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অধিকাংশ বিদ্যালয় হইতে টেস্ট পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে এখন উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অনুপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাও পরীক্ষা দানে অনুমতি লাভ করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নকল বা টোকাটুকির পথ অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায়ও থাকে না। এই পটভূমিতে সরকারের উচিত, বিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে টেস্ট পরীক্ষা প্রবর্তন করা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই করার প্রয়াস অব্যাহত রাখা।